বিষয়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)'র পরিচালনা বোর্ডের ১৮তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	:	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র সভাকক্ষ সভার উপস্থিতি 'পরিশিষ্ট-ক' দ্রষ্টব্য

সভার শুরুতে জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও এঁর পরিবারবর্গের সদস্য ও ১৫ আগস্টের কালোরাতে শাহাদাত বরণকারী এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্মরণপূর্বক সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সভায় উপস্থিত পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্য জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিচালনা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব একেএম ফজলুল হকসহ সকল সদস্যকে স্বাগত জানান এবং সবাইকে নিজ নিজ পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহোদয় পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী-কে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত উপস্থাপনা করতে অনুরোধ করেন। পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক ওয়ারপো'র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য, পরিচালনা বোর্ডের গঠন , ভিশন, মিশন, কার্যাবলী সম্পর্কে পরিচালনা বোর্ডকে অবহিতপূর্বক ১৮তম সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচী ভিত্তিক বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচী-১: পরিচালনা বোর্ডের ১৭তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।

বিগত ০৩ আগস্ট ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ারপো'র পরিচালনা বোর্ডের ১৭তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন বা বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৭তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২: পরিচালনা বোর্ডের ১৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

পরিচালনা বোর্ডের ১৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন। বিগত সভার (৩.১) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে "সমগ্র দেশে উপজেলাভিত্তিক বিদ্যমান ও বরাদ্দপ্রাপ্ত গভীর নলকূপের তালিকা" সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় ফলোআপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৩.২) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে "গভীর নলকূপ স্থাপনের কমান্ড এরিয়া নির্ধারণ" বিষয়ে ওয়ারপো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং কৃষি কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯ এ বর্ণিত নলকূপের কমান্ড এরিয়া অনুসরণ করার জন্য বিএডিসি ও বিএমডিএ-কে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ক্রমিক নং (৪) এর সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণের ফি বাবদ সেবামূল্যের তালিকা উপস্থাপনপূর্বক পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদেরকে অবহিত করেন যে,

সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী/অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য পুনঃপর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত করা যেতে পারে। সভাপতিসহ পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন। বিগত সভার অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং যেসকল সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে ফলোআপ কার্যক্রম প্রয়োজন সেক্ষেত্রে ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বিস্তারিত আলোচনান্তে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	সমগ্র দেশে ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক বিদ্যমান এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত গভীর নলকূপের তালিকা (সরকারি: উপজেলা জনস্বাস্থ্য কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), বিএডিসি, বিএমডিএ, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পৌরসভা ও বেসরকারি: এনজিও পর্যায়ে) সংগ্রহের জন্য ফলোআপ কার্যক্রম চলমান থাকবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
২.২	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক ওয়ারপো কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ওয়ারপো'র কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণের ফি বাবদ সেবামূল্য নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হলো। সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী/অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য পুনঃপর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
২.৩	ওয়ারপো কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা এবং বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনকারীদের নিকট থেকে পানির রাজস্ব বা রয়্যালটি আদায়ের লক্ষ্যে খসড়া "Industrial and Commercial Water Pricing Policy" শীর্ষক নীতিমালাটি আরও সময় নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধাভোগী/অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে খসড়াটি অধিকতর উন্নত করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৩ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর সংশোধিত খসড়া উপস্থাপন এবং ওয়ারপোকে পানি সম্পদ অধিদপ্তরে রূপান্তরের বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশঃ

বিগত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পানি সম্পদের উন্নয়ন ও উহার সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে "Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২" এর সংশোধিত খসড়া "পানি সম্পদ অধিদপ্তর আইন, ২০২৩" এর প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। ওয়ারপো-কে 'পানি সম্পদ অধিদপ্তর'-এ রূপান্তরিত করার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবপত্র এবং উক্ত খসড়া "পানি সম্পদ অধিদপ্তর আইন, ২০২৩" প্রস্তুতপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জনাব এ কে এম ফজলুল হক, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান সহ একাধিক সদস্য ওয়ারপোকে অধিদপ্তরে

রূপান্তরের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রেগুলেটরী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং সরকারের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে "পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা"কে একটি অধিদপ্তর-এ রূপান্তর করে "পানি সম্পদ অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে সভাপতিসহ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত নম্বর	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-কে 'পানি সম্পদ অধিদপ্তর'-এ রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তাবিত খসড়া "পানি সম্পদ অধিদপ্তর আইন, ২০২৩," অনুমোদনের জন্য বোর্ড সুপারিশ প্রদানসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী:৪ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন পর্যালোচনাঃ

ক) গণসচেতনতা ও অংশীজন কর্মশালা:

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে সারাদেশে প্রচার-প্রচারণা, গণসচেতনতা ও অংশীজনদের অবহিতকরণ এবং মতবিনিময়ের লক্ষ্যে অদ্যাবধি ওয়ারপো কর্তৃক ৫৮টি কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিভাগ, জেলা ও উপজেলাগুলোতে কর্মশালা আয়োজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, দেশের সকল উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালাগুলো আয়োজন করা হলে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলে জানান।

পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন, দেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এ সকল কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম। উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়েও বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন ও গণসচেতনতার বিষয় প্রতিটি নাগরিকের জানা দরকার। মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, এ সকল কর্মশালার মাধ্যমে ওয়ারপো'র পরিচিতি ও কার্যপরিধি সর্বস্তরে (বিশেষ করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে) পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে গুরুত্ব আরোপ করেন।

খ) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ছাড়পত্র প্রদানঃ

এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ অনুযায়ী পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ওয়ারপো ৩৭৪টি প্রকল্প প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানপূর্বক ছাড়পত্র এবং ৪০টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে অনাপত্তিপত্রসহ সর্বমোট ৪১৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ও ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক ২৩টি প্রকল্পের ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রমের সাথে ১৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রায় ৩৩টি সংস্থা জড়িত। বর্তমানে কেবলমাত্র পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ওয়ারপো থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করে আসছে। অন্যান্য সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ওয়ারপো থেকে "Online Water Resources Project Clearance" এবং "Online No Objection Certificate System for Groundwater Abstraction" টুলস এর মাধ্যমে ছাড়পত্র গ্রহণের অনুরোধ করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের অনেক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প প্রণয়ন করে যেখানে পানি ব্যবহার হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে ছাড়পত্র এবং অনাপত্তিপত্র প্রদান বিরাট কর্মযজ্ঞ যা সম্পাদন করার জন্য ওয়ারপো'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন এর ৭টি বিভাগীয় জেলা শহরে অফিস স্থাপনসহ জনবল নিয়োগের কাজ চলছে। সেজন্য ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি ধারণের সুবিধা অসুবিধা বিশ্লেষণ করে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্ট এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের মত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ড. ফাহমিদা খানম, অতিরিক্ত সচিব বলেন, পানি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। উভয়ে উভয়ের ছাড়পত্র দেওয়ার সময় অপর পক্ষের ছাড়পত্র আছে কিনা এবং না থাকলে তা গ্রহণ করার শর্তে ছাড়পত্র প্রদান করতে পারে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ জালাল আহমেদ বলেন কৃষি মন্ত্রণালয় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান সংক্রান্ত আইন, ২০১৮ এবং বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। সে আলোকে মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার-কে সভাপতি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে বিএডিসি সেচ কাজে পানি ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার-কে সভাপতি করে উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ছাড়পত্র গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে বিধায় ছাড়পত্র গ্রহণে দ্বৈততা রয়েছে। এ বিষয়ে দ্বৈততা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে মাননীয় উপমন্ত্রী এবং সভাপতি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন পানি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদানের কাজটি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সংক্রান্ত দ্বৈততা আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে নিরসন করা যেতে পারে মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

গ) ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত 'সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ' শীর্ষক প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ফলাফল অবহিতকরণ:

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, ওয়ারপো কর্তৃক বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদকালে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরুপণসহ পানি সংকটাপন্ন এলাকা নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকায় ২০০-৩০০ মিটার গভীরতায় ৫০টি পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপনসহ প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান ১২৭টি অগভীর নলকূপ হতে প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, রাজশাহী জেলার তানোর, গোদাগাড়ী, মোহনপুর ও পবা উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন; চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, গোমস্তাপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও পত্নীতলা উপজেলার ২৪টি ইউনিয়নসহ ৩টি জেলার সর্বমোট ৪৬টি ইউনিয়নকে পানির অতি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প বা গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের জন্য তিনটি জেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের নিরাপদ আহরণ সীমা বেঁধে দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রণীত হয়েছে। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সকল সুপারিশ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে অবহিত করা প্রয়োজন।

পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়,উল্লেখ করেন যে , ওয়ারপো কর্তৃক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ এই তিনটি জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিয়ে যে পাইলট প্রকল্পটি পরিচালিত হয়, তাতে দেখা যায় যে, উক্ত জেলাসমূহে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর আশংঙ্কাজনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কোন কোন উপজেলা যেমন তানোর, নাচোল ইত্যাদি উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরের অবস্থা ক্রমশঃ নিম্নমুখী। যত্র-তত্র টিউবওয়েল স্থাপন না করা এবং ভূ-পরিস্থ পানি অধিক হারে ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে এক যোগে কাজ করলে ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, রাজধানী ঢাকাসহ আশেপাশে এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থা যথেষ্ট খারাপ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শহর এবং গ্রাম এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি সরবরাহ আমরা ত্বরান্বিত করছি। এ প্রেক্ষিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর পুনর্ভরণ সমীক্ষা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি এবং এ কাজটি সরকারি কোন সংস্থা করবে তা নির্ধারণ করা জরুরী। এ পর্যায়ে সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ বলেন পানি সংক্রান্ত সমীক্ষা ও নীতি নির্ধারণী কাজ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানেই হওয়া উচিৎ এবং ওয়ারপো এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ পর্যায়ে জনাব নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন পানি ব্যবহার একটি ক্রসকাটিং ইস্যু এর সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। ফলে সমন্বয় করে কাজ করা একটি চ্যালেঞ্জ। তবে ওয়াসা ও ডিপিএইচই এর সাথে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি করা খুবই জরুরী।

উপরিউক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪(ক)	অবশিষ্ট বিভাগ ও জেলাগুলোতে কর্মশালা আয়োজন ত্বরান্বিত করা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মশালাসমূহ একত্রে আয়োজন করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৪(খ)	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে ওয়ারপো থেকে ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪(গ)	সমাপ্ত "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ফলাফল এবং সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদেরকে অবহিত করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৪(ঘ)	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর সাথে বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও	পানি সম্পদ

	বিধির দ্বৈততা নিরসনের জন্য কৃষি, শিল্প, পরিবেশ ও স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচী: ৫ শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ব্যবহৃত পানির রাজস্ব/রয়্যালটি নির্ধারণঃ

পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব, মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনকারীদের নিকট থেকে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮(৩) অনুযায়ী পানির মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে একটি খসড়া "Industrial and Commercial Water Pricing Policy" শীর্ষক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে পানির মূল্য আদায়ের বিষয়টি আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ ও নীতিমালা চূড়ান্তকরণ এবং ওয়ারপো'র বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নসহ বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ সংশোধনের নিমিত্ত একজন আইন পরামর্শক নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে করে অন্য কোন আইন ও বিধির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। বিগত ২৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ারপো'র কারিগরী কমিটির সভায় উক্ত খসড়া নীতিমালাটি অনুমোদনের নিমিত্তে ওয়ারপো'র পরিচালনা বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলে জানান যে, পানি সম্পদের সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য পানির মূল্য নির্ধারণ এবং তা আদায় খুবই জরুরী, তবে নীতিমালাটি প্রণয়নে সকল সুবিধাভোগীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে "Industrial and Commercial Water Pricing Policy" র খসড়া চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

৫.১	পানির মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে একটি খসড়া "Industrial and Commercial Water Pricing Policy" শীর্ষক নীতিমালাটি'র খসড়া বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধাভোগী/অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
৫.২	ওয়ারপো'র বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নসহ বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ সংশোধনের নিমিত্ত একজন আইন পরামর্শক নিয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

আলোচ্যসূচী: ৬ বিবিধ বিষয়াবলীঃ

ক) ওয়ারপো'র সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে অবকাঠামো স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমি বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নঃ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ইতোমধ্যে ৭টি বিভাগীয় জেলা সদরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্যাম্পাসে বোর্ড

কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভবনে কার্যালয় স্থাপন করে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অপরদিকে ওয়ারপো কর্তৃক ৭টি বিভাগীয় জেলা কার্যালয়ের ৭টি নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মানের খসড়া ডিজাইন এবং ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সমস্ত ভবন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গা হতে প্রতিটি ভবনের জন্য ২০ কাঠা করে ভূমি ওয়ারপো'র অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা অতীব প্রয়োজন। সুনির্দিস্ট ভূমি ব্যতিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

জনাব নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, ওয়ারপোকে শক্তিশালীকরণে ইহা একটি কার্যকরী উদ্যোগ। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনেক জায়গা অব্যবহৃত রয়েছে, এ ক্ষেত্রে কিছু জায়গা ওয়ারপোকে বরাদ্দ দিলে জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে। তবে ২০ কাঠা জমি সকল জেলা থেকে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব না হলে, সেক্ষেত্রে আধুনিক অফিস স্থাপনের স্বার্থে যতটুকু সম্ভব ততটুকু বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত সংস্থায় ওয়ারপো'কে অন্তর্ভুক্তকরণঃ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম চলমান আছে। কেবলমাত্র বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভূক্ত সংস্থাসমূহ উক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে বিধায় কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র নাম অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলে জানান সরকারি সকল সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে চাকুরী-তুষ্টি অর্জিত হবে এবং কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে।

গ) পরিদর্শকের ক্ষমতা অর্পণ

সদস্য-সচিব পরিচালনা বোর্ড, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইনের ধারা ১৪ (৩) অনুসারে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা বা অন্য কোন সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এ বর্ণিত দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিদর্শক নামে অভিহিত হইবেন। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ পানি আইনের কার্যকর প্রয়োগের নিমিত্ত বর্তমানে যেসব জেলায় ওয়ারপো'র নির্বাহী প্রকৌশলী নেই সে সব জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও ডিপিএইচই'র নির্বাহী প্রকৌশলী-কে সংশ্লিষ্ট জেলার পরিদর্শক হিসাবে ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

ঘ) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-কে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এ তফসিলভুক্তকরণের সুপারিশ।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর সংরক্ষিত অপরাধসমূহের আওতায় সংঘটিত বিচারকার্য দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-কে মোবাইল কোর্টে তফসিলভুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন এবং জননিরাপত্তা বিধানকল্পে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে নিয়ে দন্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতাসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-কে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এ তফসিলভুক্ত করা যেতে পারে।

ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় (ওয়ারপো) স্থাপিত National Water Resources Database থেকে অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটা সরবরাহ সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, ওয়ারপো 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (National Water Resources Database, এনডব্লিউআরডি)'-এর উপাত্ত প্রদান সহজ ও দ্রুত করার জন্য 'Online

NWRD Data Dissemination Tool' প্রস্তুত করেছে। পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে অনুমোদিত 'ডাটা ডিসেমিনেশন পলিসি' তে 'Online NWRD Data Dissemination Tool' ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ নাই। এমতাবস্থায়, Online NWRD Data Dissemination Tool' এর মাধ্যমে আবেদনকারী নিজ স্থান হতে তাঁর প্রয়োজনীয় ডাটার প্রাক্কলনসহ আবেদন দাখিল, আবেদন ট্রাকিং, ইনভয়েস প্রেরণ, বিল পরিশোধ এবং ডাটা গ্রহণের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন।

চ) ওয়ারপো ভবনের ছাদে টেলিকমিউনিকেশন বেজ-স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত বিটিআরসি কর্তৃক অনুমোদিত ইডটকো বাংলাদেশ কো: লি: এর প্রস্তাব সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, ওয়ারপো ভবনসহ আশেপাশের অফিস ভবনগুলোতে মোবাইল নেটওয়ার্ক অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় ওয়ারপোসহ ক্যাম্পাসে বিদ্যমান ৫টি সরকারি দপ্তরগুলোর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারপূর্বক কথা বলা ও দাপ্তরিক যোগাযোগ করতে দীর্ঘদিন যাবৎ খুবই সমস্যা হচ্ছে। ওয়ারপোসহ ক্যাম্পাসে বিদ্যমান ৫টি সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী ও মোবাইল নেটওয়ার্ক শক্তিশালিকরণ, দাপ্তরিক যোগাযোগে গতিশীলতা আনয়ন এবং সরকারি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ওয়ারপো ভবনের ছাদে টেলিকমুনিকেশন বেজ-স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত বিটিআরসি কর্তৃক অনুমোদিত ইডটকো বাংলাদেশ কো: লি: কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনের ব্যাপারে সদয় নির্দেশনা প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহে পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য সহমত পোষণ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬(ক)	প্রত্যেক জেলাতে ওয়ারপো'র ভবন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন অব্যবহৃত জায়গা হতে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি ভবনের জন্য ১০ কাঠা করে ভূমি ওয়ারপো'র অনুকূলে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৬ (খ)	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভূক্ত সংস্থা হিসাবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৬(গ)	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ১৪(৩) ধারা মতে বর্তমানে যেসব জেলায় ওয়ারপো'র অফিস নেই, সে সব জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও ডিপিএইচই'র নির্বাহী প্রকৌশলী-কে সাময়িকভাবে পরিদর্শক এর দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৬(ঘ)	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-কে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এ তফসিলভুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৬(ঙ)	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় (ওয়ারপো) স্থাপিত National Water Resources Database থেকে অনলাইন ডাটা ডিসিমিনেশন টুলস এর মাধ্যমে ডাটা সরবরাহের অনলাইন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

৬(চ)	ওয়ারপো ভবনের ছাদে টেলিকমুনিকেশন বেজ-স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পুল স্থাপনের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক অনুমোদিত ইউটকো বাংলাদেশ কো: লি: এর প্রেরিত সমঝোতা প্রস্তাব গ্রহণ করে টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
ও
সভাপতি, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র (ওয়ারপো) পরিচালনা বোর্ডের ১৮তম সভা

সভাপতি : জনাব জাহিদ ফারুক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ১৭-০৯-২০২৩ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান : ওয়ারপো'র সভা কক্ষ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	দপ্তর	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.				
২.				
৩.	মো: মোস্তফা কামাল সচিব, নৌ-পরিবহন	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	01711-942042	[signature]
৪.	এ কে এম মাহবুবুল হক	[illegible] ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	01711-547738	[signature] 17/9/2023
৫.	নাজমুল আহসান সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	01712922985	[signature] 17/9/23
৬.	সত্যজিত কর্মকার সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ	01711283166	[signature] 17/9/23
৭.	মুস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকী অতি. সচিব	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	01711329800	[signature] 17.9.23
৮.	মো: [illegible] অতি: সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	01711852948	[signature]
৯.	ড. [illegible] অতি: সচিব	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	01710114188	[signature] 17/9/2023
১০.	[illegible] যুগ্ম সচিব	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	01711247075	[signature]
১১.	মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী মহাপরিচালক	ওয়ারপো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	01711166328	[signature] 17/9/2023